মনে রাখবেন

সর্বদা পাতার তলার দিকে স্প্রে করতে হবে। বাতাস যে দিক থেকে বইছে, জমির সেইদিক থেকে এবং স্প্রেয়ারের নজেলের মুখ উপরের দিকে করে গাছের গোড়া থেকে ডগার দিক বরাবর স্প্রে করা দরকার।

CSR&TI, Berhampore
An ISO 9001 :2008 Certified Institute

প্রকাশক ঃ
ডঃ কণিকা ত্রিবেদী
অধিকর্তা
কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড ঃ ভারত সরকার
বহরমপুর-৭৪২১০১, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

দূরাভাষ ঃ (03482) 251046 / 253962 / 63 / 64 **ফ্যাক্স ঃ** +91 3482 251233
ইমেল ঃ csrtiber.csb@nic.in / csrtiber.@gmail.com

Publication committee : Dr. S. Roy Chowdhuri, Dr. S. Chattopadhyay, Mr. D. Das and Mr. T. K. Maitra

Leaflet No. 30 **© CSR&TI, Berhampore** **February 2016**

Printed by : u_nimage@yahoo.com

তুঁত চাষে থ্রিপস পোকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

দেবজিৎ দাস,
স্বপন কুমার মুখোপাধ্যায়
এবং এন. ললীতা

কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড, বস্ত্র মন্ত্রালয়, ভারত সরকার
বহরমপুর-৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ

উচ্চ গুণমানের বেশী পরিমাণে তুঁত পাতার উৎপাদন রেশম চাষের প্রাথমিক প্রয়োজন। তুঁত গাছ বহু বর্ষজীবি ও সহনশীল কিন্তু বিভিন্ন পোকার আক্রমণের ফলে পাতার উৎপাদন অনেকাংশ কমে যায়। এদের মধ্যে থ্রিপস জাতীয় শোষক পোকা উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় আট প্রজাতির থ্রিপসের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়।

আক্রমণের লক্ষণ ও ক্ষতির ধরণ

অগ্রমুকুল ও কচি পাতার তলার দিকে থ্রিপসের নিম্ফ্ (অপরিণত দশা) গুলি দেখা যায়। এর ফলে পাতার বৃদ্ধি কমে যায়।

এই দশার পোকাগুলি অগ্রমুকুল ও কচি পাতার কোষকলার রস শুষে খায় ফলে পাতার খাদ্যগুণও কমে যায়।

প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত পাতাগুলিতে হলুদ হলুদ দাগ দেখা যায়। পরে এগুলি হলদে-বাদামী রঙের হয় ও পাতা নৌকার আকার নেয়।

থ্রিপসের আক্রমণে গাছের বৃদ্ধি হ্রাসে পায়; পাতা শুকনো ও খস্‌খসে হয় ও পলু পালনের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

আক্রমণের সময়

সাধারণতঃ মার্চ থেকে জুনের মধ্যে এদের প্রকোপ দেখা যায়, তবে এপ্রিল-মে মাসে আক্রমণের মাত্রা বেশী হয়। নভেম্বর থেকে জুন মাসের মধ্যে এর আক্রমণের ফলে প্রায় ১৯% ও ফেব্রুয়ারী থেকে জুন মাসের মধ্যে প্রায় ২৫% পাতার ফলন কমে যায়। **জুন মাসের পর একটানা খরার পরিস্থিতি হলে এদের প্রকোপ বাড়ে।**

নিয়ন্ত্রণ

- তুঁত জমির আশপাশ আগাছা মুক্ত হবে।
- গভীরভাবে খোড় দিয়ে পরে ভাসিয়ে সেচ দিলে এদের আক্রমণ কমানো যায়।
- পাতা প্রতি নিম্ফের (অপরিণত দশা) সংখ্যা ২০ ছাড়িয়ে গেলে রাসায়নিক কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।
- ১.৫% নিমতেল বা ০.১% ডাইমিথোয়েট বা ০.০১৫% থায়ামিথাক্সম স্প্রে করলে এদের আক্রমণ কমানো যায়।
- যদি পাতা পিছু নিম্ফের সংখ্যা ৪০ ছাড়িয়ে যায় তাহলে ০.২% ডাইমিথোয়েট স্প্রে করুন।
- লাল রঙের মাইক্রাসপিস ডিসকলার নামে এক ধরণের বন্ধু পোকা থ্রিপসের আক্রমণ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে।
- কীট নাশক স্প্রে করার ১৪দিন পর পাতা খাওয়ানো চলে

জেলা	বন্দের নাম	কীটনাশক স্প্রে করার শেষ তারিখ	পলুর ডিম মুখানোর তারিখ
মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া এবং মালদা	বৈশাখী (মার্চ-এপ্রিল)	১৫ই মার্চ	২৭—৩০শে মার্চ
	শ্রাবণী (জুন)	৫ই জুন	১৫ই—৩০শে জুন

- উল্লিখিত তারিখের পর কখনই স্প্রে করে .পলু পালন করা যাবে না।
- সর্বদা পাতার তলার দিকে স্প্রে করতে হবে। বাতাস যে দিকে বইছে, জমির সেইদিক থেকে এবং নজেলের মুখ উপরের দিকে করে গাছের গোড়া থেকে ডগার দিকে স্প্রে করা দরকার।

কীটনাশক দ্রবণ প্রস্তুতি প্রণালী

এক বিঘা (৩৩ শতক) তুঁত বাগানে স্প্রে করার জন্য ৭০ লিটার কীটনাশকের দ্রবণ প্রয়োজন। প্রতি ১০ লিটার দ্রবণ তৈরীর জন্য নিম্নলিখিত পরিমাণ কীটনাশক প্রয়োজন।

কীটনাশক	বাণিজ্যিক মাত্রা	প্রয়োজনীয় পরিমাণ
ডাইমিথেয়েট (০.১%)	৩০ ইসি (EC)	৩০ মিলি বা ৭ চামচ
নিমতেল (১.৫%)	১৫০০ পি.পি.এম	১৫০ মি.লি. বা ৩০ চামচ নিম তেল + ১০ মি.লি. সাবান জল
	৩০০০ পি.পি.এম	৭৫ মি.লি. বা ১৫ চামচ নিম তেল +১০ মি.লি. সাবান জল
	৫০০০ পি.পি.এম	৪৫ মি.লি. বা ৯ চামচ নিম তেল্ ১০ মি.লি. সাবান জল
	১০০০০ পি.পি.এম	২৩ মি.লি. বা ৪.৫ চামচ নিম তেল + ১০ মি.লি. সাবান জল
থায়ামিথাক্সম (১.০১৫%)	একতারা (ACTARA)২৫ ডব্লু জি (WG)	৫ গ্রাম বা ছোট প্যাকেটের পুরোটা